যুগান্তর

তারিখ 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩ হাজার শিক্ষকের পদ খালি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৫৩ হাজার শিক্ষকের পদ খালি আছে। এরমধ্যে ২১ হাজারই প্রধান শিক্ষকের। আর বাকিটা সহকারী শিক্ষকের। বুধবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। তিনি বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই একাধিক শিক্ষক অবসরে যাচ্ছেন। সে কারণে শিক্ষক নিয়োগ দিলেও সংকট দূর হয় না। সর্বশেষ আমরা পুল ও প্যানেলের শিক্ষক নিয়োগ করেছি।'

তিনি জানান, শিক্ষক অবসরের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব করে দেখা গেছে, ৩২ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে। শূন্য শিক্ষকের পদ পূরণে চেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে মামলাসহ নানা জটিলতার কারণে তা সহজ হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা পাওয়ার পর নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) কাছে চলে গেছে। ওই প্রক্রিয়ায় শূন্যপদ পূরণ বর্তমানে সময়সাপেক্ষ। এ কারণে আমরা চলতি দায়িত্ব দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করি। কিন্তু জাতীয়করণকৃত শিক্ষকরা এ কার্যক্রমের ওপর মামলা করেছেন। নিয়োগ কার্যক্রমে এভাবে আরও কিছু মামলা আছে।

তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু প্রার্থীদের সনদ যাচাইয়ের কারণে তাদের নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে। ৩৪তম বিসিএস থেকে সাড়ে ৮শ' প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া গেছে। ওইসব প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের তথ্য আমরা এখনও পাইনি। এ কারণে তাঁদের নিয়োগও বিলম্বিত হচ্ছিল। তবে এ কাজ শেষ পর্যায়ে বলে আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। আশা করছি, তাদের নিয়োগ দেয়া যাবে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচি জানাতে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে অতিরিক্ত সচিব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ড. মনজুর আহমেদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মহাপরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করার পাশাপাশি শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।